ভালোবাসার রঙ বিয়ের আগে ও পরে

বিয়ের পর ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়- আসলেই কি তাই? কথাটা কতটুকু সত্য! যদি সত্যিই হয় তার পরেও মানুষ ভালোবাসে, প্রেমে পড়ে। প্রেম গড়ায় বিয়েতে। এখন প্রশ্ন হলো, বিয়ের পর ভালোবাসা কতটুকু থাকে? যে ভালোবাসার জন্য হাত কেটে নাম লেখা হয়, রাতের পর রাত কাটে নির্ঘুম, একপলক দেখার জন্য মন ছুটে যায়- তাহলে সেই ভালোবাসা কেন জানালা দিয়ে পালাতে চায়?

কারণ যাই থাকুক, বিবাহিত দম্পতি মাত্রই স্বীকার করে বিয়ের পর ভালোবাসা একটু হলেও কমে যায়। সম্পর্কের রঙে আসে পরিবর্তন। রঙ হয়ে যায় হালকা। অথচ-এর রঙ আরো গাঢ় হওয়া উচিত। কেননা, বিয়ের আগের টেনশন এখন আর নেই। আগে দেখা হতো ৩ ঘন্টা আর এখন হয় ২৪ ঘন্টা। তাহলে বলা যায় প্রেমের পরিমাণের মাত্রা বিয়ের পর বেড়ে যাওয়া উচিত। এ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করলে হয়তো বলা যাবে, ভালোবাসায় ডুবে যাওয়া দুই তরুণ-তরুণীর সংসার সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা সংসার সম্পর্কে ছেলে ও মেয়ের দায়িত্ববোধ যাই বলা হোক না কেন, এটা বলা যায় সংসার একটা পুরাতন ধারণা। ছোটবেলা থেকেই প্রতিটি ছেলেমেয়ে সংসার দেখে আসছে। তারা জানে সংসারে কি ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। কিভাবে তা মোকাবেলা করা যায়। তাহলে কি বিয়ের পর ছেলেরা বাইরের জগৎকে আপন করে নেয় ঘরের তুলনায়? মোটেই না। এটা বিশ্বাসযোগ্য কোনো কথা নয়।

তাহলে বিয়ের পর ভালোবাসার রঙ বদলে যায় কেন? এর অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে যে ব্যাপারগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে সেগুলো হলো- প্রেমের সময় একটা ছেলে তার সবচেয়ে 'best' জিনিসটা প্রেয়সীর সামনে তুলে ধরে, সবচেয়ে সুন্দর পোশাক, কথাবার্তা, আচরণ। ঠিক একই কথা বলা যায় প্রেমে পড়া মেয়েটির ক্ষেত্রেও। ফলে এই সময়টাকে সবচেয়ে মধুর মনে হয়। কিন্তু বিয়ের পর দেখা যায় জীবন কত সাধারণ। তখন ধরা পড়ে প্রেমিক পুরুষটি ঘরে লুঙ্গি পরে। হালকা হতে থাকে ভালোবাসা।

বিয়ের আগের এক্সপেকটেশন ও বিয়ের পরের এক্সপেকটেশনে বিস্তর পার্থক্য। মানুষ তখন ধাক্কা খায় ও ভঙ্গ হয় স্বপ্ন।

ভালোবাসার সময় যে দোষ-ত্রুটিগুলো সুপ্ত থাকে, বিয়ের পর সেগুলোর পাখা গজায়। বড় হয়ে দেখা দেয় ছোট ছোট দোষত্রুটি।

ত্যাগ স্বীকারের অভাব। একত্রে বসবাস করতে গেলে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। সুতরাং দুই পক্ষেরই এ মনোভাব থাকতে হবে।

ব্যক্তিত্বের লড়াই। বলা হয় এক রাজ্যে দুই রাজা থাকতে পারে না। ঠিক তেমনি অনেক সময় পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারে না তার এককালের প্রেয়সী। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই ছেলের ওপর মেয়ের বা মেয়ের ওপর ছেলের আধিপত্য ভালোবাসাকে হালকা করে দেয়।

তবে এগুলোই যে ভালোলাগাকে পালাতে দেয় তা নয়। আছে আরো কিছু শাখা-প্রশাখাযুক্ত সমস্যা, কিছু অভিযোগ। মেয়েরা বলে, ছেলেরা বিয়ের পর বদলে যায়। রোমান্টিকতা তখন আর ধারে-কাছে থাকে না। এ অভিযোগে ছেলেদের উত্তর একটু অন্যরকম। বিয়ের পরের ভালোবাসা তাদের কাছে দিন- রাত পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ যতই থাক, সমস্যা থাকবেই। সমাধানের জন্য দুজনকেই এগিয়ে আসতে হবে। যখনই মনে হবে ভালোবাসা হালকা হচ্ছে তখনই একটু রঙ ঢেলে দিন। অর্থাৎ সমাধানে চলে আসুন এবং খেয়াল রাখুন এ ধরনের সমস্যা যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে।

পারভীন তানী